আনন্দবাজার পত্রিকা ◆ ৪ নভেম্বর ২০০৭

রবিবারের আনন্দমেলা

টিম্বাভাটির সিংহরা

২০০৫ সাল। আমরা এসেছি সাদা সিংহের দেশ টিম্বাভাটিতে। উঠেছি পেজুলুর গাছবাড়িতে। দক্ষিণ আফ্রিকায় টিম্বাভাটি নদীর কাছে একটি জঙ্গলে ১৯৭৫ সালে তরুণ জীববিজ্ঞানী ম্যাকব্রাইড লক্ষ করেন একটি সিংহের দলে দু'টি ধবধবে সাদা বাচ্চা। আমাদের সাদা বাঘের মতোই ওখানে সাদা সিংহদের যত্নে রক্ষা করা হয়। সানবোনা আর মোকওয়ালো, এ দু'টি কেন্দ্রে সাদা সিংহদের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে বিরাট ঘেরা জায়গায় তাদের রেখে। আমাদের গাছবাড়ি থেকে মোকওয়ালা বেশি দূরে নয়।

রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ঘেরাটোপের দরজা খুলে দিলেন গেম রেঞ্জার। বিশেষ ধরনের উঁচু, কিন্তু খোলা গাড়ি নিয়ে চলে এলাম সাদা সিংহের দরবারে। সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে বড় আর বাচ্চা সাদা সিংহ-সিংহী। বাচ্চাগুলি আরও সুন্দর, যেন তুলোর পুতুল, যেন স্বপ্নের দেশের সিংহ-শিশু।

বড় এক সাদা কেশরের সিংহ খোলা গাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়াল। এর নিশ্বাস-প্রশ্বাসও যেন বুঝতে পারছি। এটি এখানকার প্রধান পুরুষ সিংহ। এরই নাম মোকওয়ালো। এই কেন্দ্রের নামও তা-ই।

নাবালক সাদা সিংহগুলির চেহারা খুবই আদুরে। একে আর একের গায়ে উঠে খেলা করছে। মুগ্ধ হয়ে দেখলাম তাদের খেলা, খুনসুটি। একটি সিংহীর দু'টি খুবই ছোট বাচ্চা। যেন দু'টি তুলোর বল। ম্যাকব্রাইডের বই 'হোয়াইট লায়ন্স অব টিম্বাভাটি'র পাতা থেকে যেন উঠে এসেছে এরা।

এই কেন্দ্রের অন্য অংশে রয়েছে সাধারণ সিংহ, অর্থাৎ সোনালি আর কালো কেশরের সিংহ। তবে আসলে সাদা সিংহের টানেই সারা পৃথিবী থেকে ট্যুরিস্টরা আসছেন, এই সিংহ খুব কাছ থেকে দেখার তাগিদে।

খোলা গাড়িতে চুপচাপ বসে থেকে পর্যবেক্ষণ করলে বা ছবি তুললে ভয়ের কিছু নেই। এ অবস্থায় সিংহেরা গাড়ি থেকে মানুষকে আলাদা করে চিনতে পারে না। কিন্তু উঠে দাঁড়ালে বা বেশি নড়াচড়া করলেই সিংহ লাফিয়ে আক্রমণ করতে পারে। গাড়িতে দিনের পর দিন এ ভাবে নিঃশব্দে বসে থেকেই আমরা লক্ষ করেছি অনেক কিছু।

আফ্রিকার জঙ্গলে সাদা সিংহ বেশ বিপাকে পড়ে। সহজেই তাকে দেখা যায়। গা ঢাকা দিয়ে শিকার ধরা বেশ কঠিন, তাই হয়তো প্রকৃতিতে এরা বেশি দিন বাঁচে না।

আবার সিংহীরা পছন্দ করে কালো কেশরের সিংহ। সাধারণ সিংহের (অর্থাৎ যারা সাদা নয়) থাকে সোনালি কেশর আর মাঝে খানিকটা কালো। এই কালো কেশর যত বেশি লম্বা আর ঝাঁকড়া, ততই তার কদর বেশি। তেজি সিংহদের কালো কেশর বেশি। সাদা সিংহ কম তেজি।

'বড় এক সাদা কেশরের সিংহ গাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়াল। এর নিশ্বাসও যেন বুঝতে পারছি।' লিখছেন রতনলাল ব্রহ্মচারী ও অর্পিতা চক্রবর্তী

সারা পৃথিবীতে মাত্র তিনশোটা

সাদা সিংহ আছে এখন। অন্তত ২০০৪ সালের হিসেব তা-ই বলছে। সচরাচর দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখা যায় সাদা সিংহ, সেখানকার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্রে, মূলত টিম্বাভাটি আর ক্রুগার ন্যাশনাল পার্কে। ১৯৭০ সালে ক্রিস ম্যাকব্রাইডের বই 'দ্য হোয়াইট লায়নস অব টিম্বাভাটি' পড়ে বিস্তারিত জানা যায় এদের সম্পর্কে। এরা কিন্তু আলাদা কোনও প্রজাতি নয়, সাদা চামড়া নিয়েও এরা জন্মায় না, রঙের তারতম্যের জন্যেই এদের সাদা দেখায়। আর-পাঁচটা সিংহের মতোই এরা স্বভাবে একই রকম বন্য চরিত্রের। বিশেষ করে চোখে, থাবার তলায়, আর ঠোঁটে অন্য সিংহদের সঙ্গে এদের রঙের পার্থক্যটা ধরা পড়ে। প্রথম ১৯২৮-এ, তার পর '৪০-এ, '৫৯-এ সাদা সিংহশাবক চোখে পড়ে। '৭৪-এ বার্মিংহাম চিড়িয়াখানায় দেখতে পাওয়া যায়। '৭৫-এ টিম্বাভাটিতে। টিমবা, টোমবি আর ভেলা, এই তিনটি শাবক আস্তে আস্তে বড় হলে সাদা সিংহ বলে সকলে তাদের চেনে, এরা বংশবৃদ্ধিও করে। এদের বংশবৃদ্ধির আদর্শ জায়গা হল চিড়িয়াখানা। '৭৫-এ ফুমা নামে একটি মেয়ে শাবককে শিকার করে মেরে ফেলার পর প্রিটোরিয়ার জাতীয় চিড়িয়াখানায় সযত্নে সতর্কতার সঙ্গে সাদা সিংহদের রক্ষণাবেক্ষণ শুরু হয়।

শিলাদিত্য সেন

সিংহরা গাছের গুড়িতে বা মাটি-পাথরের স্তূপে মাথা ঘষে নিজেদের চিহ্ন রেখে যায় গন্ধের মাধ্যমে। (এই গন্ধ নিয়ে মৌসুমি পোদ্দার সরকার এবং রতনলাল ব্রহ্মচারীর কাজ এ বছর ছাপা হচ্ছে।) এ কাজের জন্য সুখুদু নামের আর একটি সিংহ-প্রজনন কেন্দ্রে যেতে হয়েছে। সেখানে একটি প্রায় পোষা সিংহের কালো কেশর কাঁচি দিয়ে কেটে নেওয়া গিয়েছে। সাদা সিংহগুলি তারের বেড়ায় যেখানে মাথা ঘষে, কিছু কিছু কেশর লেগে থাকে সেখানে। যেমন চিরুনিতে চুল উঠে আসে অনেকের। কেশর তা হলে আলগা ভাবেই থাকে। যা হোক, সাদা কেশর এ ভাবে জোগাড় হয়েছে। এ সব আমাদের গবেষণার সামগ্রী। এ থেকে পাওয়া গিয়েছে নানা জিনিস। মনে হয় সর্ষের তেলের একটি উপাদানও রয়েছে কেশরে।

ছবি: রতনলাল ব্রহ্মচারী